পার্বত্য জেলাসমূহ (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৯

সূচী

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন
২। সংজ্ঞা
৩। Regulation I of 1900 রহিতকরণ
৪। পার্বত্য জেলাসমূহে কতিপয় প্রচলিত আইন প্রয়োগ
৫। চীফগণ
৬। হেডম্যান
৭। ঝুম চাষ
৮। ঝুম কর আরোপ
৯। ঝুম কর আদায়, ইত্যাদি
১০। ঝুম কর হ্রাস, ইত্যাদি
১১। ঝুম তৌজি
১২। অননুমোদিত পাওনা নিষিদ্ধ
১৩। শন ঘাস আহরণের অধিকার
১৫। বসতবাড়ীর জন্য গ্রামীণ জমি দখল
১৬। দলিল রেজিষ্টারী ফিস
১৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

পার্বত্য জেলাসমূহ (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৯

১৯৮৯ সনের ১৬ নং আইন

[২ মার্চ, ১৯৮৯]

Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 রহিত এবং পার্বত্য জেলাসমূহে কতিপয় প্রচলিত আইনের প্রয়োগ ও উক্ত জেলাসমূহের জন্য কিছু বিশেষ বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (Regulation I of 1900) রহিত করা এবং পার্বত্য জেলাসমূহে কতিপয় প্রচলিত আইন প্রয়োগ ও উক্ত জেলাসমূহের জন্য কিছু বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন পার্বত্য জেলাসমূহ (আইন রহিত ও প্রয়োগ এবং বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৮৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে এই আইন বলবৎ হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,-

(ক) "পার্বত্য জেলা" অর্থ রাংগামাটি পার্বত্য জেলা, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা ও বান্দরবন পার্বত্য জেলা;

(খ) "চীফ" অর্থ চাকমা চীফ, বোমং চীফ ও মং চীফ;

(গ) "হেডম্যান" অর্থ মৌজা হেডম্যান;

(ঘ) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি।

Regulation I of 1900 রহিতকরণ

৩। এই আইন প্রবর্তনের সাথে সাথে Chittagong Hill Tracts Regulation, 1900 (Regulation I of 1900), অতঃপর উক্ত Regulation বলিয়া উল্লিখিত, রহিত হইবে।

পার্বত্য জেলাসমূহে কতিপয় প্রচলিত আইন প্রয়োগ

৪। উক্ত Regulation রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে যে সকল আইন পার্বত্য জেলাসমূহে প্রযোজ্য ছিল না সেই সকল আইন এই আইন প্রবর্তনের সাথে সাথে উক্ত জেলাসমূহে প্রযোজ্য হইবে।

চীফগণ

৫। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত Regulation রহিত হইবার পূর্বে পার্বত্য জেলাসমূহে যে চাকমা চীফ, বোমং চীফ ও মং চীফ প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা বহাল থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত চীফগণের এখতিয়ার স্ব স্ব জেলার মধ্যে সীমিত থাকিবে।

(২) চীফের উত্তরাধিকারী এবং তাঁহার অভিষেক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(৩) চীফ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কমিশন, সম্মানী বা অন্যবিধ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন।

(৪) উক্ত Regulation রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে যাঁহারা চীফ ছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন এবং কমিশন, সম্মানী বা অন্যবিধ সুযোগ-সুবিধা হিসাবে তাঁহারা যাহা ভোগ করিতেন তাহা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, যথাযথভাবে পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, ভোগ করিতে থাকিবেন।

হেডম্যান

৬। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পার্বত্য জেলাসমূহে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য উহাদের প্রত্যেক মৌজায় হেডম্যান থাকিবেন, এবং তাঁহারা তহশীলদারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) ডেপুটি কমিশনার হেডম্যান নিযুক্ত করিবেন এবং অযোগ্যতা বা অসদাচরণের কারণে তিনি তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবেন।

(৩) হেডম্যান নিয়োগ বা অপসারণের পূর্বে ডেপুটি কমিশনার চীফের সহিত পরামর্শ করিবেন।

(৪) হেডম্যান সরকারী কর্মচারী বা প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবেন না।

(৫) ডেপুটি কমিশনার, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, হেডম্যানের জন্য কমিশন, সম্মানী বা অন্যবিধ সুযোগ-সুবিধা নির্ধারণ করিবেন।

(৬) ডেপুটি কমিশনার, সরকারের নির্দেশক্রমে বা পূর্বানুমোদনক্রমে, হেডম্যানকে অন্য কোন দায়িত্বও অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৭) চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার অনুমোদন করিলে, চীফ যে মৌজার স্থায়ী বাসিন্দা সেই মৌজা তাঁহার খাস মৌজা বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেই ক্ষেত্রে উক্ত মৌজার হেডম্যানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন সাপেক্ষে তিনি তাঁহার সম্মানীর অতিরিক্ত হিসাবে হেডম্যানের প্রাপ্য সম্মানীও প্রাপ্ত হইবেন।

(৮) ডেপুটি কমিশনার প্রয়োজনবোধে চীফকে একাধিক মৌজার হেডম্যান নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৯) উক্ত Regulation রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে পার্বত্য জেলাসমূহে যাঁহারা হেডম্যান পদে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন এবং এই ধারার অধীন নিযুক্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং কমিশন, সম্মানী বা অন্যবিধ সুযোগ-সুবিধা হিসাবে তাঁহারা যাহা ভোগ করিতেন তাহা, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, যথাযথভাবে পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, ভোগ করিতে থাকিবেন।

ঝুম চাষ

৭। (১) আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ডেপুটি কমিশনার পার্বত্য জেলাসমূহে ঝুম চাষ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিবেন এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আদেশ জারী ও প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) ডেপুটি কমিশনার প্রয়োজনবোধে যে কোন এলাকাকে ঝুম চাষের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন নিষিদ্ধ এলাকায় ঝুম ফসল উৎপাদিত হইলে, ডেপুটি কমিশনার উৎপাদিত ফসল বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন এবং তজ্জন্য উৎপাদনকারীকে একশত টাকা পর্যন্ত জরিমানাও করিতে পারিবেন।

ঝুম কর আরোপ

৮। (১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ঝুমিয়া পরিবারের উপর ঝুম কর আরোপ করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।- "ঝুমিয়া পরিবার" বলিতে ঝুম চাষরত ও একই ঝুম ফসল ভোগী একান্নভূক্ত পরিবারের সকল সদস্যকে বুঝাইবে।

(২) চীফ তাঁহার এলাকার স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী ঝুম কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবার যোগ্য ঝুমিয়া পরিবারবর্গের একটি তালিকা প্রত্যেক বৎসর পনরই অক্টোবরের পূর্বে ডেপুটি কমিশনারের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিবেন এবং ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক অনুমোদিত হইলে অনুমোদিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত ঝুমিয়া পরিবারবর্গ ঝুম কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবে।

(৩) যে সকল ঝুমিয়া পরিবার এক মৌজায় বাস করিয়া অন্য মৌজায় ঝুম চাষ করে (যাহারা স্থানীয়ভাবে পারকুলিয়া বলিয়া পরিচিত হইবে) তাহাদিগকে যে মৌজায় তাহারা ঝুম চাষ করিবে সেই মৌজায় অতিরিক্ত ঝুম কর প্রদান করিতে হইবে; এবং এই করের হার হইবে সাধারণ ঝুম করের অর্ধেক।

(৪) উক্ত Regulation রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে পার্বত্য জেলাসমূহে ঝুমিয়া পরিবারবর্গের উপর যে ঝুম কর আরোপিত ছিল উহা এই ধারার অধীনে সরকার কর্তৃক আরোপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং সরকার কর্তৃক পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত উহা উক্ত Regulation রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে যে হারে আরোপিত ছিল সে হারে আরোপিত থাকিবে।

ঝুম কর আদায়, ইত্যাদি

৯। (১) প্রত্যেক বৎসর শেষ হইবার পূর্বে ঝুম কর হেডম্যানের নিকট প্রদান করিতে হইবে এবং অনুরূপভাবে ঝুম কর প্রদান করা না হইলে পরবর্তী বৎসরের পহেলা জানুয়ারীতে উহা বকেয়া বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই বকেয়ার উপর বার্ষিক শতকরা ছয় টাকা পঁচিশ পয়সা হারে সুদ প্রদেয় হইবে।

(২) ঝুম কর হইতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত একটি অংশ হেডম্যান নিজের জন্য কর্তন করিয়া বাকী অংশ চীফের নিকট প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন ঝুম কর হইতে হেডম্যান ও চীফের প্রাপ্য অংশ নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত Regulation রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে উক্ত অংশ যে হারে নির্ধারিত ছিল সে হারে প্রদেয় হইবে।

(৪) হেডম্যান চীফকে প্রদেয় ঝুম করের অন্ততঃ অর্ধেক পূন্যাহের দিন এবং অবশিষ্টাংশ পনরই জানুয়ারীর পূর্বে চীফকে প্রদান করিবেন এবং উহার সংগে বকেয়া করের তালিকা ও রসিদের চেকমুড়ি তাঁহার নিকট দাখিল করিবেন এবং চীফ উক্ত

তালিকা ও চেকমুড়ি, তৎসহ এই বিধান লঙ্ঘনকারী হেডম্যানগণের নাম, একত্রিশে জানুয়ারীর মধ্যে ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং ডেপুটি কমিশনার যথাযথ তদন্তের পর বকেয়া কর সরকারী দাবী (public demand) হিসাবে আদায়ের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৫) ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক আদায়কৃত বকেয়া ঝুম কর হইতে সার্টিফিকেটের খরচ এবং হেডম্যানের প্রাপ্য অংশ কর্তিত হইয়া সরকারী রাজস্ব খাতে জমা হইবে এবং অবশিষ্টাংশ চীফকে প্রদান করা হইবে।

(৬) ডেপুটি কমিশনার বিশেষ কারণে এবং চীফকে অবহিত করিয়া এই নির্দেশ দিতে পারিবেন যে, কোন মৌজার হেডম্যান বা ঝুমিয়া পরিবারবর্গ ঝুম কর চীফকে প্রদান না করিয়া সরাসরি তাঁহার নিকট প্রদান করিবেন।

(৭) হেডম্যানের প্রতি উপ–ধারা (৬) এর অধীন নির্দেশ জারী হইলে, ডেপুটি কমিশনার আদায়কৃত অর্থ হইতে হেডম্যানের অংশ কর্তন করিয়া অবশিষ্টাংশ চীফকে প্রদান করিবেন এবং হেডম্যানের অংশ হইতে তিনি প্রথমে হেডম্যান হইতে সরকারের প্রাপ্য উসুল করিয়া লইবেন এবং তৎপর হেডম্যানের নিকট হইতে ঝুম কর বাবদ চীফের অনাদায়ী প্রাপ্য উসুল করিয়া অবশিষ্টাংশ হেডম্যানকে প্রদান করিবেন।

(৮) ঝুমিয়া পরিবারবর্গের প্রতি উপ-ধারা (৬) এর অধীন নির্দেশ জারী হইলে, হেডম্যান ঝুম কর আদায় করিলে তাঁহার যে অংশ পাওয়া হইত উহা আদায় খরচ বাবদ সরকারী রাজস্ব খাতে জমা করা হইবে এবং অবশিষ্টাংশ চীফকে প্রদান করা হইবে।

(৯) চীফ প্রত্যেক বৎসর ৩১শে মার্চের মধ্যে তৎকর্তৃক প্রদেয় সরকারের প্রাপ্য প্রদান করিবেন।

(১০) যদি কোন হেডম্যান যুক্তিসংগত কারণে বিশ্বাস করেন যে, কোন ঝুমিয়া পরিবার ঝুম কর প্রদান না করিয়া তাঁহার এলাকা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতে চাহিতেছে, তাহা হইলে, তিনি উক্ত ঝুমিয়া পরিবারের সম্পত্তি আটক করিতে পারিবেন এবং বিষয়টি অবিলম্বে চীফ বা ডেপুটি কমিশনারের গোচরে আনিবেন, এবং হেডম্যান যদি উক্ত প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে অবহেলা করেন তাহা হইলে অনাদায়ী করের জন্য হেডম্যানকে দায়ী করা যাইবে।

১০। (১) ডেপুটি কমিশনার, চীফ এবং হেডম্যানের সহিত পরামর্শক্রমে,- ঝুম কর হ্রাস, ইত্যাদি

(ক) যুক্তিসংগত কারণে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ঝুম কর হ্রাস বা মওকুফ করিতে পারিবেন;

(খ) ফসল হানির কারণে কোন বিশেষ এলাকায় ঝুম কর হ্রাস বা মওকুফ করিতে পারিবেন;

এবং উক্তরূপ কর হ্রাস বা মওকুফের বিষয়টি সম্পর্কে কমিশনারের মাধ্যমে সরকারকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১)(ক) এর অধীনে ঝুম কর হ্রাস বা মওকুফের কারণে চীফের নিকট হইতে সরকারের প্রাপ্য হ্রাস বা মওকুফ হইবে না; কিন্তু উপ-ধারা (১)(খ) এর অধীনে ঝুম কর হ্রাস বা মওকুফের ফলে যে পরিমাণ কর হ্রাস বা মওকুফ হইয়াছে সেই পরিমাণ কর হইতে চীফ কর্তৃক সরকারকে প্রদেয় অংশ প্রদান করিতে হইবে না।

ঝুম তৌজি

১১। (১) হেডম্যান প্রত্যেক বৎসরের জন্য একটি ঝুম তৌজি প্রস্তুত করিবেন এবং উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করিবেন, যথা :-

(ক) প্রত্যেক ঝুম পরিবারের কর্তার নাম এবং পরিবারের সদস্য সংখ্যা;

(খ) তাহারা ঝুম কর দেয় কিনা বা তাহারা পারকুলিয়া কিনা বা তাহারা ঝুম কর হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কিনা এবং অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইলে কি কারণে অব্যাহতিপ্রাপ্ত;

(গ) পরিবারটি পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরের পূর্বে না মধ্যে তাঁহার মৌজায় আসিয়াছে।

(২) হেডম্যান পহেলা জুনের পূর্বে ঝুম তৌজি চীফের নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং চীফ পহেলা আগষ্টের পূর্বে তৌজিগুলি ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৩) ডেপুটি কমিশনার প্রত্যেক পাঁচ বৎসরে একবার প্রত্যেক তৌজির শুদ্ধতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

(৪) হেডম্যান শুদ্ধ তৌজি এবং ঝুম করের হিসাব রাখিয়াছেন কিনা এবং চেকমুড়ি সংযুক্ত ছাপানো রসিদ প্রদান করেন কিনা তাহা দেখিবার দায়িত্ব চীফের উপর ন্যস্ত থাকিবে।

অননুমোদিত পাওনা নিষিদ্ধ

১২। হেডম্যান অথবা চীফ ঝুমিয়াগণ বা জমির কোন মালিক হইতে স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী প্রদেয় অথচ অসন্তোষ সৃষ্টিকারী নহে এই প্রকার পাওনা অথবা সরকার কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত হইয়াছে এই প্রকার পাওনা ব্যতীত, আবওয়াব ও নজরসহ, অন্য কোন প্রকার পাওনা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

শন ঘাস আহরণের অধিকার

১৩। ডেপুটি কমিশনার যুক্তিসংগত মনে করিলে পার্বত্য জেলাসমূহে পাহাড়ী লোকদিগকে তাঁহাদের গৃহে ব্যবহারের জন্য বিনা রয়্যালটিতে শন ঘাস আহরণের অনুমতি দিতে পারিবেন।

গোচারণ কর

১৪। (১) পার্বত্য জেলাসমূহে পালিত, রক্ষিত বা চারণরত সকল গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ও গয়ালের উপর গোচারণ কর আরোপযোগ্য হইবে, এবং কি হারে এই কর আরোপ করা হইবে, কি প্রকারে উহা আদায় করা হইবে এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উহা হ্রাস বা মওকুফ করা যাইবে বা আরোপ করা যাইবে না তাহা বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বিধি প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত, উক্ত Regulation বাতিল হইবার অব্যবহিত পূর্বে পার্বত্য জেলাসমূহে যে হারে এবং যে যে ক্ষেত্রে গোচারণ কর আরোপিত ছিল এবং যে পদ্ধতিতে উহা আদায়যোগ্য ছিল, উহা সেই হারে এবং সেই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হইবে।

বসতবাড়ীর জন্য গ্রামীণ জমি দখল

১৫। (১) কোন পাহাড়ী ব্যক্তি পৌর এলাকা-বহির্ভূত অনধিক ত্রিশ শতাংশ পর্যন্ত খাস জমি তাহার নিজ বসতবাড়ীর জন্য হেডম্যানের অনুমতিক্রমে বিনা বন্দোবস্তিতে দখল করিতে পারিবেন।

(২) হেডম্যান উপ-ধারা (১) এর অধীন অনুমতিপ্রদত্ত বসতবাড়ীর একটি রেজিষ্টার সংরক্ষণ করিবেন।

(৩) কোন পাহাড়ী ব্যক্তি ত্রিশ শতাংশের অধিক পৌর এলাকা-বহির্ভূত খাস জমি তাঁহার নিজ বসতবাড়ীর জন্য দখল করিতে চাহিলে ডেপুটি কমিশনারের নিকট হইতে তাঁহাকে উক্ত জমির বন্দোবস্ত গ্রহণ করিতে হইবে, এবং উক্ত প্রকার বন্দোবস্তকৃত জমি অকৃষি জমি বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) ডেপুটি কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন বিনা বন্দোবস্তিতে দখলকৃত কোন জমি জনস্বার্থে পুনঃগ্রহণ করিতে পারিবেন এবং সেক্ষেত্রে জমি দখলকারীকে তৎকর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাড়ীঘর, উৎপাদিত ফসলাদি বা রোপিত বৃক্ষাদির জন্য ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক বাজারমূল্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

দলিল রেজিষ্টারী ফিস

১৬। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, পার্বত্য জেলা সমূহের যে কোন উপজাতি বা উপজাতির সদস্য কর্তৃক প্রদেয় দলিল রেজিষ্টারী ফিসের হার হ্রাস করিতে পারিবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

১৭। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।